ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন

২৫ অক্টোবর ২০১৫

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন

উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
সাদিয়া আহমেদ, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
ইফফাত শারমিন (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র পৃষ্ঠা নম্বর

মুখবন্ধ **৫**
টীকা **৬**

অধ্যায় এক: ভূমিকা **৮**
প্রসঙ্গ কথা
গবেষণার পটভূমি
গবেষণার উদ্দেশ্য
তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি
গবেষণার সময়

অধ্যায় দুই : নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী **১০**
দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন
দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

অধ্যায় তিন : সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট **১২**
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি
সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি
বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি
মন্ত্রীদের উপস্থিতি
সংসদ বর্জন
ওয়াকআউট
কোরাম সংকট

অধ্যায় চার : আইন প্রণয়ন **১৫**
আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়
দশম সংসদে পাসকৃত বিল
উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল
উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিল
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াক আউট
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
বাজেট আলোচনায় ব্যায়িত সময়
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা
বাজেট আলোচনার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় পাঁচ : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ **২০**
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী আলোচনা)
সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু

বিধি ৬৮ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনা
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়
মূলতবি প্রস্তাব
মূলতবি নোটিসের সংখ্যা
মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কার্মপরিধি ও ক্ষমতা
অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা
দশম সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম
কমিটি গঠন
কমিটির বৈঠক
কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি
কমিটি তলব
সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশের বাস্তবায়ন
আইন প্রণয়নে কমিটির ভূমিকা
কমিটির প্রতিবেদন
সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণে পরামর্শক
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় ছয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা **২৮**
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় সাতঃ সংসদীয় কার্যক্রমে স্পিকারের ভূমিকা ৩০
স্পিকারের ক্ষমতা
সংসদের সভাপতিত্ব
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা
স্পিকারের রুলিং
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় আট : সংসদে নারী সংসদ সদস্যের ভূমিকা ৩২
নারী সদস্যদের উপস্থিতি
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ
আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
অন্যান্য কার্যক্রম
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় নয় :উপসংহার ও সুপারিশমালা ৩৪
সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা
অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

পরিশিষ্ট ৩৮

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য বহুমুখী গবেষণা এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি 'পার্লামেন্টওয়াচ' ধারাবাহিকের ১২তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে আইন পাসের জন্য বিল প্রতি ব্যয়িত গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি এবং গড় কোরাম সংকট হ্রাস পাওয়ার মতো কতিপয় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে প্রশ্নবিদ্ধ "প্রধান বিরোধী দল" কর্তৃক প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি, বিধান থাকলেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়া, আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতাসহ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সংসদীয় কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয় নি। পর্যবেক্ষণাধীন অধিবেশনগুলোতে সংসদীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকারি দল এবং "প্রধান বিরোধী দল" সম্মিলিত সুরে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সরকারের মন্ত্রীসভার অংশবিশেষ এই কথিত "প্রধান বিরোধী দল" কর্তৃক সরকারের লেজুড়বৃত্তি ছিলো পরিষ্কার। তদুপরি সরকার দলের পক্ষ থেকেও এই লেজুড়বৃত্তিকে বিভিন্নভাবে দশম সংসদের ইতিবাচক অর্জন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত ছিলো।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতিসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

টীকা

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়: অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

অপ্রাসঙ্গিক দলীয় প্রশংসা: অপ্রাসঙ্গিক দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা: এই প্রতিবেদনে সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন সে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং প্রাক্তন বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তুবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ৪১*।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যুন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যুন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধি ৬১ অনুযায়ী স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা করার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম মুলতবি করার প্রস্তাব।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়। কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন শুরু করা যায়না।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় সংসদ হলো জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষ্যণীয়।

গবেষণার পটভূমি

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে ও সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

---

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

[৬] অষ্টম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পঞ্চম অধিবেশনে গবেষণা দলের প্রতিনিধিরা অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থেকে সরাসরি সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে।

গবেষণার সময়

জুন ২০১৪ - জুলাই ২০১৫ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

দশম সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসনবিন্যাস

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৭] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৪টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৫টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১টি এবং স্বতন্ত্র ১৬টি আসনে জয়ী হয়। সংরক্ষিত আসনের ৫০টির মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি, জাতীয় পার্টি ৬টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩টি আসন পেয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির ২ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করায় ২টি আসনে পুনরায় নির্বাচন হয়। উল্লেখ্য সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ৬টি আসনের বিপরীতে ১টি করে নারী আসন সংরক্ষিত। সরাসরি নির্বাচনে ২০ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ভাগ এবং ২০ ভাগ। নিম্নের সারণিতে (সারণি ২.১) বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনসহ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা দেওয়া হল[৮]:

সারণি ২.১ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৪	৪২	২৭৬
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১	৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	৬	১	৭
তরিকত ফেডারেশন	২	০	২
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	৩৪	৬	৪০
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০	১
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০	২
স্বতন্ত্র	১৬	০	১৬
শূন্য	০	০	০
মোট	৩০০	৫০	৩৫০

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, ৯ম সংস্করণ, ৪ জুন, ২০১৫।

দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২ (১) এর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সব অধিবেশন আহবান করেন। দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ১১২ দিন। দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। এ অধিবেশনে ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছেরের বাজেট উপস্থাপন, আলোচনা এবং পাস হয়। ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ শুরু হয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন। এটি ছিল সংসদের শরৎকালীন অধিবেশন। ১৩ নভেম্বর ২০১৪ শুরু হয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন। এটি ছিল বছরের শেষ এবং সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ ছিল ইংরেজি বছরের প্রথম এবং শীতকালীন অধিবেশন। এ অধিবেশনটিতে মূলত রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৮] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন

দশম জাতীয় সংসদে রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. ফজলে রাব্বী মিয়া ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও শরীক দল থেকে চার জন এবং মহাজোট (জাতীয় পার্টি) থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত করা হয়[৯]।

কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ৩৮৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট। দশম সংসদের ৫টি অধিবেশনে ব্যয়িত সময় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয় ৫ম অধিবেশনে ১৩১ ঘন্টা ৪৪ মিনিট এবং সবচেয়ে কম চতুর্থ অধিবেশনে ৩০ ঘন্টা ২৬ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট। সবচেয়ে বেশী ১৩৯ ঘন্টা ৩৪ মির্নিট (৩৬%) বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতির ভাষণে ৬৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট (১৬%) , আইন প্রণয়নে ২১ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (৬%), প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে ৬৬ ঘন্টা ৫৭ মিনিট (১৭%) সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫৫%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৮%, বিভিন্ন বিবৃতিতে ৩%, বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩০% এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৪% সময় ব্যয় করা হয়।[১০]

চিত্র ২.১: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন)

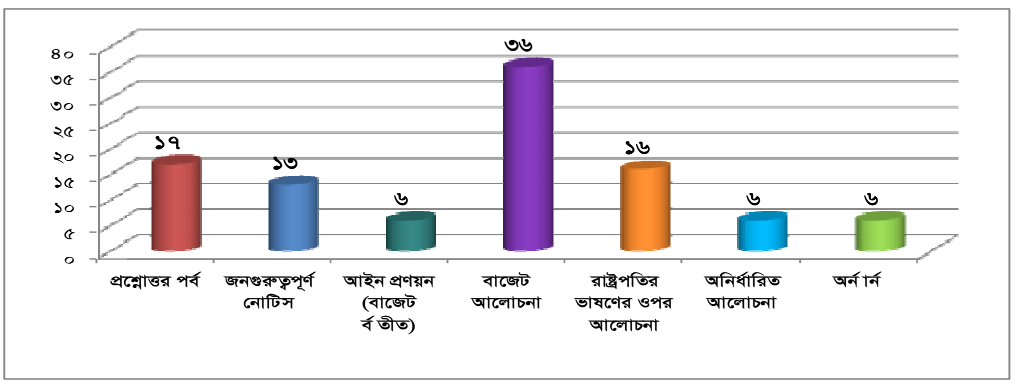

পাঁচটি অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার ক্রমহ্রাসমান। বাজেট আলোচনায় সর্বোচ্চ সময় ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশের সংসদের কার্যকাল অন্যান্য দেশের কার্যকালের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংসদের অধিবেশন সকালে শুরু হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা[১১] এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা[১২] এবং বছরে গড়ে ৮০ কার্যদিবস সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

---

[৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট - ১।

[১০] 'The Work of the House of Lords 2009–10'; *www.parliament.uk/lords*, *viewed on 21 May 2013*

[১১] www.parliament.uk, *viewed on 4 February 2014*

[১২] www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট

সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি

দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে সদস্যদের প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২৩৯ জন যা মোট সদস্যের ৬৮%। অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৪২% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে, ৩৯% সদস্য ৫১ থেকে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে এবং ৩% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন (চিত্র: ৩.১)।

চিত্র: ৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

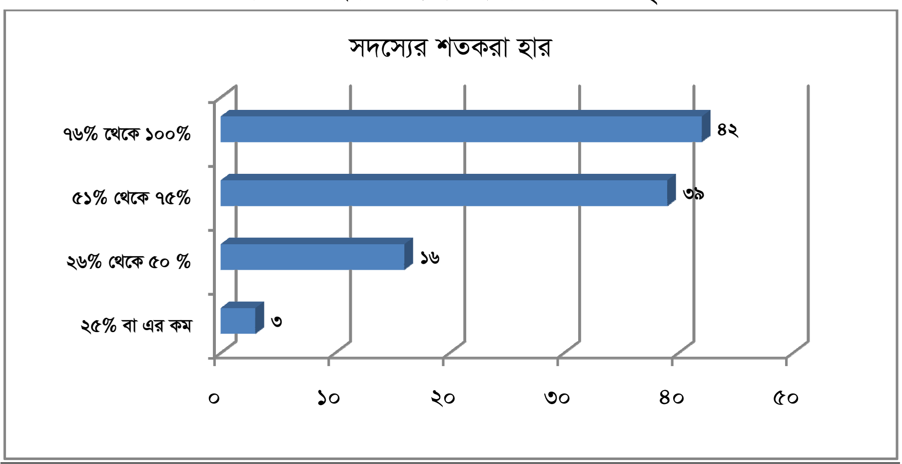

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ৪০% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ, ১৭% সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০ শতাংশ এবং ৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সরকারি দলের দুইজন সদস্য শতকরা ৯৯% কার্যদিবসে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[১৩] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫২ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে। উল্লেখ্য সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্যের উপস্থিতি নিয়ে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও সংসদের অধিবেশনে সদস্যরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, সরকার দলীয় সংসদ সদস্য হত্যা মামলার আসামীর উপস্থিতি নিয়ে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা দেখা যায়নি। তবে সরকারি দলের অপর সদস্যের বিতর্কিত বক্তব্য ও তার সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে সংসদে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয় এবং তাকে দল থেকে ও মন্ত্রী পরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

> **বক্স ১: সদস্যপদ রাখতে হাজিরা খাতায় সই**
> জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। প্রায় এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে টাঙ্গাইল-৩ আসনের দলীয় সদস্য আমানুর রহমান সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন। তবে তিনি অধিবেশনে যোগ দেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন। তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫

[১৩] প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৪০% মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস এবং ৪০% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৬৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস এবং ২৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫%-এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে।

সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

মোট ১১২ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৯৩ দিন (প্রায় ৮৩%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৬৪ দিন (প্রায় ৫৭%) উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ১৮% মন্ত্রী, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫৯% মন্ত্রী এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ২০% মন্ত্রী এবং ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে ২% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ বর্জন

সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়।[১৪] কিন্তু দশম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি।

ওয়াকআউট

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোর মধ্যে ছয়টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্য ছয়বার ওয়াকআউট করে। ওয়াকআউটের কারণগুলোর মধ্যে *বিমানের চেয়ারম্যানকে অপসারণ, অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করা, "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪" পাস, পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়া* উল্লেখযোগ্য।

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় গণনা করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৭ টাকা খরচ হয়।[১৫] এ হিসাবে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ

---

[১৪] তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[১৫] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৫.৭৩ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.৪৬ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা (২০১১-১২)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৯২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের তথ্যও এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় অধিবেশন প্রতি গড় কোরাম সংকট ক্রমান্বয়ে কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ছিল ৩৯ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩৩ মিনিট দশম সংসদে যা কমে ২৬ মিনিটে দাঁড়ায়। (চিত্র: ৩.২)

চিত্র ৩.২: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

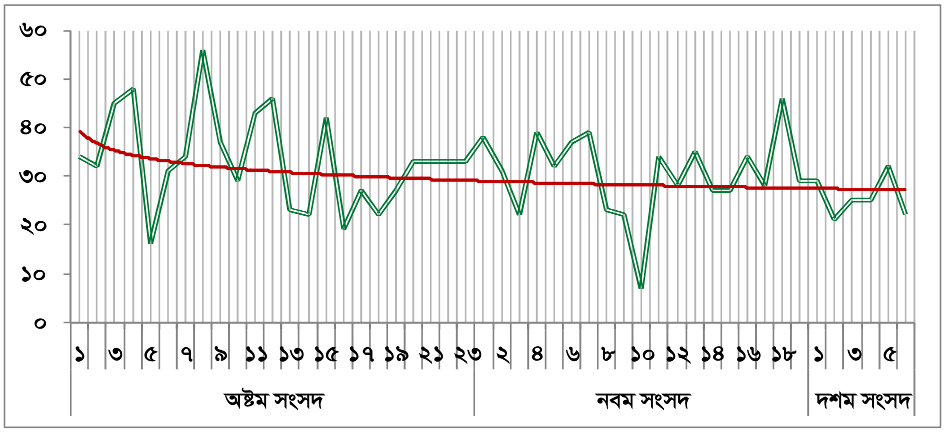

অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত গড় কোরাম সংকট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ ধারায় নিম্নগতি লক্ষ করা যায় তবে তা এখনও উল্লেখযোগ্য হারে অব্যাহত রয়েছে।

যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংসদে একটি বিল উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ বা জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি পাসের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সকলের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোন সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়। এই অধ্যায়ে দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদে আইন প্রণয়ন এবং আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রমের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ২১ ঘন্টা ৩৮ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ সালে ভারতে[১৬] ১৫তম লোকসভায় এক বছরে চারটি অধিবেশনে গড়ে প্রায় ২৪% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয় এবং রাজ্যসভায় গড়ে প্রায় ২১% সময় এবং ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে[১৭] প্রায় ৫৫% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

সারণি ৪.১: আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিবেশন ভিত্তিক মোট ব্যয়িত সময়

অধিবেশন	মোট ব্যয়িত সময় (ঘন্টা/মিনিট)
দ্বিতীয় অধিবেশন	৩ ঘন্টা ১৮ মিনিট
তৃতীয় অধিবেশন	৬ ঘন্টা ৩৬ মিনিট
চতুর্থ অধিবেশন	৩ ঘন্টা ০১ মিনিট
পঞ্চম অধিবেশন	৫ ঘন্টা ৫৯ মিনিট
ষষ্ঠ অধিবেশন	২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট
মোট	**২১** ঘন্টা **৩৮** মিনিট

এই পাঁচটি অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে মোট ২৯ জন সদস্য প্রায় ৭ ঘন্টা ১৯ মিনিট সময় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ১২ জন সরকারি দলের, ১২ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ৪ ঘন্টা ৫৭ মিনিট ব্যয় করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিলের ওপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য প্রায় ২ ঘন্টা ৩ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়।

[১৬] www.prsindia.org, *viewed on 4 October 2015*
[১৭] 'The Work of the House of Lords 2009–10'; *www.parliament.uk/lords, viewed on 21 May 2013*

চিত্র ৪.১: আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে ব্যয়িত সময় (শতকরা হার)

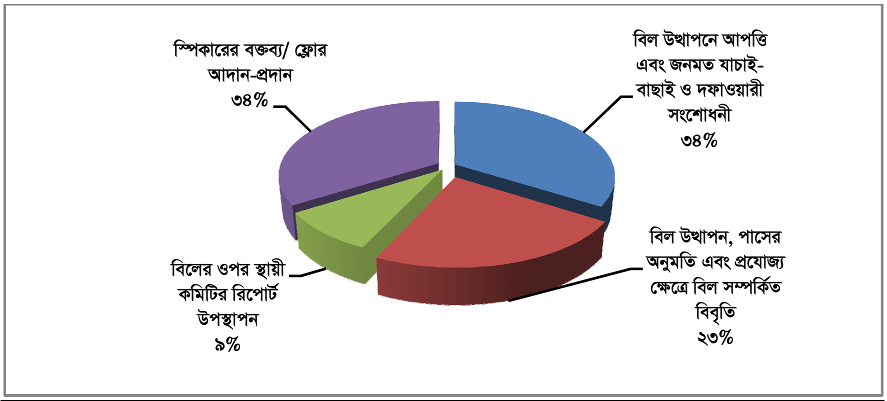

উল্লেখ্য, এই পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মাত্র ১ জন সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি ও ১৮ জন সদস্য বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব করেন এবং ২০ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

চিত্র ৪.২: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

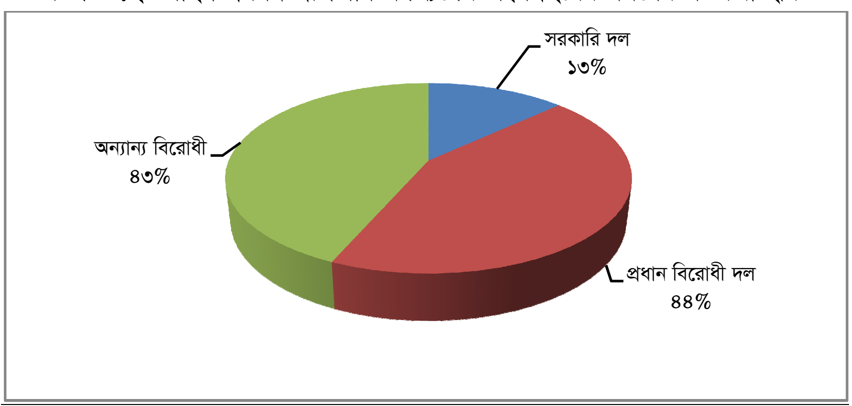

সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিলের ওপর আপত্তির ক্ষেত্রে প্রায় ১ মিনিট, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাবের আলোচনায় ৩ ঘন্টা ৮ মিনিট এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত হয়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩০ মিনিট। ২০১৪-১৫ সালে ভারতে লোকসভায় চারটি অধিবেশনে বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ২ ঘন্টার অধিক সময় আলোচনা করতে দেখা যায়।[১৮]

দশম সংসদে পাসকৃত বিল

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত ১১২টি কার্যদিবসে মোট ৩০টি সরকারি বিল পাস করা হয়েছে এর মধ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনে ৬টি, তৃতীয় অধিবেশনে ৫টি, চতুর্থ অধিবেশনে ৬টি, পঞ্চম অধিবেশনে ৮টি, ষষ্ঠ অধিবেশনে ৫টি বিল পাস হয়। বিলেগুলোর মধ্যে বিধি অনুযায়ী ২টি বাজেট অধিবেশনের ৬টি অর্থ বিল সরাসরি পাস করা হয় এবং বাকী বিল স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে পাস করা হয়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা বিলসমূহের ধরন বিশ্লেষণে ৮টি সংশোধনী বিল পাস হয়েছে।[১৯]

---

[১৮] www.prsindia.org, *viewed on 4 October 2015*

[১৯] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ২।

সরকারি বিল: পাসকৃত আইনের মধ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০১৪; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৪, তৃতীয় অধিবেশনে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪/The Constitution (Sixteenth Amendment) Bill, 2014; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিল, ২০১৪; বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১৪, চতুর্থ অধিবেশনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিল, ২০১৪, পঞ্চম অধিবেশনে মেট্রোরেল বিল, ২০১৫; বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১৫; ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৫; সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৫, ষষ্ঠ অধিবেশনে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিল, ২০১৫ উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি বিল: দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত মোট তিনটি বেসরকারি বিলের নোটিস পাওয়া গেছে যার মধ্যে একটি বিলের নোটিস সরাসরি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং বাকি দুইটি বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য তিনটি বিলের নোটিস-ই সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত। এছাড়া প্রথম অধিবেশনে আদালতের প্রতিদিনের কর্মকান্ডের নথিপত্র বাধ্যতামূলকভাবে বাংলায় করার জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করে মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী (১২৯ পিরোজপুর-৩) "বাংলা ভাষা প্রচলন (সংশোধন) বিল, ২০১৫" এর নোটিস দেন যা পঞ্চম অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। উত্থাপনের পর বিলটি বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ওয়াক আউট

চতুর্থ অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে স্বতন্ত্র সদস্য জনাব ঊষাতন তালুকদার (২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি) "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪" পাসের প্রতিবাদে সংসদ-কক্ষ ত্যাগ (ওয়াক-আউট) করেন।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

"সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪" প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে সংসদে পাস হয়। বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় ইতিপূর্বে এত বড় ব্যবধানে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি। সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী ২২ জন সদস্য জনমত যাচাই-বাছাই এর প্রস্তাবের আলোচনা করলেও বিভক্তি ভোটের সময় নিজেদের নোটিসের বিপক্ষে ভোট দেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় ১ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময়ে পাস করা হয়। উল্লেখ্য, নোটিসদাতা সদস্যদের নিজস্ব নোটিসের পক্ষে ভোট দেওয়ার সংসদীয় রীতি থাকলেও এক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যের মন্তব্য - ''নোটিস প্রত্যাহার না করলে নিজের নোটিসের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সম্ভবত প্রধান বিরোধী দলের (জাতীয় পার্টি) অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি। সঠিকভাবে হুইপিং ও করা হয় নি। যে কারণে অনেকেই নিজস্ব নোটিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন[২০]।" একজন অন্যান্য বিরোধী সদস্য বিলটির ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের নোটিস দিলেও অধিবেশনে বলেন, ''জনমত যাচাইয়ের জন্য সংসদই যথেষ্ট[২১]।"

নবম সংসদের তুলনায় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব[২২] কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান[২৩]। সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[২৪] অধিবেশনগুলোতে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে যথোপযুক্ত ওরিয়েন্টেশনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

---

[২০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

[২১] প্রাগুক্ত।

[২২] জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবসমূহের বিস্তারিত জানতে দেখুন - পরিশিষ্ট ৩।

[২৩] সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ।

[২৪] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।

কণ্ঠভোটে আইন পাসের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রধান বা অন্যান্য বিরোধীদের বিল উত্থাপনে কোন আপত্তি বা জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার চর্চা বাংলাদেশের সংসদ ব্যবস্থায় তেমন দেখা যায়না। অলোচনার সুযোগ থাকলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ফলে একটি বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া মূল বিষয়ে কোন বড় পরিবর্তনের জন্য সরকার দলীয় সদস্যরাও কোন সংশোধনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেননা। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর উত্থাপিত বেসরকারি বিল স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পাসের জন্য সুপারিশ করা হলেও পাসের প্রক্রিয়ার গতি পূর্ববর্তী সংসদের মতই মন্থর।

আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। সংসদ কার্যক্রমের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেট পেশ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

বাজেট অলোচনায় ব্যয়িত সময়

পাঁচটি অধিবেশনের মধ্যে দুইটি বাজেট অধিবেশনে মোট ১৩৯ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের ৩৬ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে ৩ ঘন্টা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে প্রায় ৩ ঘন্টা ৩৩ মিনিট সময় নেন। দুইটি বাজেট অধিবেশনে ২৬৫ জন সদস্য মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৮৬ ঘন্টা (৬২%), ২১ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৭ ঘন্টা (৫%) এবং ৩৭ জন সদস্য মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৭ ঘন্টা ২৯ মিনিট (৫%) অংশগ্রহণ করেন। সামগ্রিকভাবে বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ১০৭ ঘন্টা ৪৪ মিনিট। এই দুইটি অধিবেশনে মোট ১৬৬ জন সদস্য উভয় বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন, ৮৫ জন সদস্য (প্রায় ২৪%) বাজেট আলোচনায় অংশ নেননি।

চিত্র ৪.৩: বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

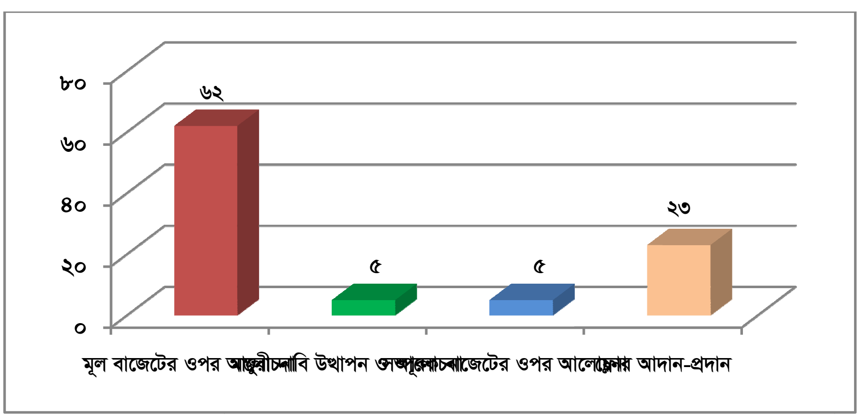

দুইটি বাজেট অধিবেশনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজ দলের এবং সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয় ১৬৩৮ বার এবং সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের বিভিন্ন মন্তব্য ও কার্যক্রম এবং বর্তমান সরকারের কিছু কিছু কার্যক্রমের সমালোচনা করা হয় ১৪১৬

বার। ষষ্ঠ অধিবেশনে মূল বাজেটের ওপর বক্তব্যে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা, প্রশংসা উল্লেখ করার সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা তাদের বরাদ্দ সময়ের ৩৫ শতাংশ সময়ই এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আমাদের দেশের পার্লামেন্ট মূলত বাজেট প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী পার্লামেন্ট। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থ বছরের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়।

কার্যপ্রণালী বিধিতে[২৫] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কোনো কমিটিতে প্রেরিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ এবং এর ওপর কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করার বিষয়ে অনেকে মতামত দেন।[২৬] উল্লেখ্য কমিটির 'সুপারিশে' খসড়া বিলের গুণগত মান বাড়ানোর মতো কোনো মতামত লক্ষ করা যায় না; সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত। এ প্রসঙ্গে সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্যের মন্তব্য - ''সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ও সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির নিষেধাজ্ঞার কারণেও বাজেট প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া যায়না[২৭]।"

সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি দেখা যায়।

[২৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১১১ (৩)।
[২৬] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ বিশেষজ্ঞ, জুলাই ২০১৪।
[২৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ মার্চ, ২০১০

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পর্বসমূহ এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ২ ঘন্টা ২২ মিনিট সময় নেন। এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট ৫৬ জন সংসদ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৪১ জন সরকারি দলের, ১১ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৪ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ২২টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ৫৬টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৪টি মূল প্রশ্ন এবং ১২টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক ৬টি মূল প্রশ্ন এবং ১৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

এই পাঁচটি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ১০ ঘন্টা ৫৮ মিনিট যা মোট সময়ের ৩ শতাংশ । প্রধানমন্ত্রী মোট ১৫ কার্যদিবস[২৮] সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৮ ঘন্টা ৯ মিনিট।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সফলতা ও বর্তমান প্রেক্ষিত, প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধা বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, হরতাল-অবরোধের সময় সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারের বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি, গার্মেন্টস বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা প্রদান, সীমান্ত চুক্তি পরিকল্পনার অগ্রগতি, অর্থনৈতিক গতিশীলতা অর্জনে পরিকল্পনা, কৃষিবান্ধব কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট ২০৫ জন সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ২৯২টি মূল প্রশ্ন এবং ১০৪৭টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১৬১ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৭ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ১৭ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৪৮টি মূল প্রশ্ন, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ২৫টি মূল প্রশ্ন এবং সরকারি দলের সদস্যরা ২১৯টি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

দশম সংসদের পাঁচটি অধিবেশনে ৪৯টি কার্যদিবসে[২৯] মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট প্রায় ৫৫ ঘন্টা ৫৯ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় ১৪ শতাংশ। যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ২০ ঘন্টা ২৭ মিনিট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ২৭ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

[২৮] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -৪।
[২৯] প্রাগুক্ত।

এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা মোট ৩৫টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৩৪টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২৩টি), পানি সম্পদ (২১টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ (২০টি) এবং বাকি ৩১টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৩০]

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত মোট সাতটি কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ অধিবেশনে কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট ২২টি নোটিস উত্থাপিত হয়।

উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১৯টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাব[৩১] উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি হল - *মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরী ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ।*

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

সাধারণ আলোচনা

বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত মোট ছয়টি কার্যদিবসে প্রায় ২১ ঘন্টা সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় সরকারি দলের মোট ৭৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী দলের ১৩ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৪ জন সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু

সাধারণ আলোচনার বিষয়সমূহ ছিল-

- ইসরাইল কর্তৃক গাজায় বর্বরোচিত হামলার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন এবং মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত 'সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারী এ্যাওয়ার্ড'-প্রাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;
- বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দূরদর্শী কূটনৈতিক সাফল্যে সম্প্রতি ভারতের সংসদে স্থল সীমান্ত চুক্তি পাস হওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে ভারতের জনগণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;

---

[৩০] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -৫।
[৩১] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট- ৬।

- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তিনজন নারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্যবৃন্দ রুশনারা আলী, রূপা হক ও টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দীককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন;

জরুরি জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস

বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পঞ্চম অধিবেশনের ১৬তম কার্যদিবসে 'এস. এস. সি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পিছিয়ে দেওয়া' প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৫ জন সদস্য প্রায় ১ ঘন্টা ৭ মিনিট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

এই পাঁচটি অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ১৫৮২টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ১২৩৫টি সরকারি দলের, ১৬০টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৮৭টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৮২ টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয় যার মধ্যে ৫৫টি সরকারি দলের, ১৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৯টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৩৫টি নোটিস ৩১ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (১৪টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[৩২]

উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়না সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয় না।

গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ২ ঘন্টা ১১ মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ৩ ঘন্টা ১০ মিনিট সময় ব্যয় করেন। এ পর্বে সরকারি দলের ২৩ জন সদস্য ২৫টি, প্রধান বিরোধী দলের ৫ জন সদস্য ৮টি এবং অন্যান্য বিরোধী ৩ জন সদস্য ৩টি নোটিস নিয়ে আলোচনা করেন।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৪৩৯টি নোটিসের ওপর মোট ১২৬ জন সদস্য প্রায় ১২ ঘন্টা ২৩ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ৯৭ জন সরকারি দলের সদস্য ৩২৯টি নোটিস, ১৪ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৪৭টি নোটিস এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৬৩টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৭৬টি)।[৩৩] উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

অনির্ধারিত আলোচনা

কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্যরা অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ, অধিকার ক্ষুণ্ণ বা তাদের ভাষায় 'কথা বলার সুযোগ না পাওয়া' এবং *এক্সপাঞ্জ* ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনা এবং সংসদের অন্যান্য কার্যক্রমের বিভিন্ন আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা করেন, প্রতিপক্ষ দলের নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেন, আবার কখনও কখনও বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়

অনির্ধারিত আলোচনায় এই পাঁচটি অধিবেশনে ৬৯ কার্যদিবসে প্রায় ২৪ ঘন্টা ৫৮ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৬ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ৮০ জন সদস্য প্রায় ২৩ ঘন্টা ৩৯ মিনিট ৩০৪টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

---

[৩২] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৭ ।

[৩৩] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৮।

অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের ৬৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১১ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই পাঁচটি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের মধ্যে, ফরমালিন অপব্যবহার রোধে সরকারি উদ্যোগের আহ্বান, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকা, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য প্রেরণ, বিদেশে অর্থ পাচার রোধকরণ, বিএনপি কে দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা, বাংলাদেশ বিমানের দুর্নীতি ও পরিত্রাণের উপায়, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান, ঢাকায় ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো রোধকরণ, ব্লগার হত্যা ও পুলিশের দায়িত্ব পালনে অবহেলা, হজ্বের সময় সৌদি আরবে গিয়ে দেশে না ফিরে পালিয়ে থাকায় দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনির্ধারিত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, অন্যান্য বিরোধী সদস্যের[৩৪] বক্তব্য থেকে "জাতীয় পার্টি সরকারের অনুগত বিরোধী দল এবং দালালের দালাল, স্বৈরাচারের দোসর এরশাদের বিরোধী দল"- এই বিষয়টি এক্সপাঞ্জ করা হলেও সরকার দলীয় একজন সদস্যের[৩৫] বক্তব্যে "বাংলাদেশে কিছু সুশীল আছেন। বড় সুশীল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'এর টিচার। একটা নয় কয়েকটা বিয়ে করেছেন। আমার তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি তখন, যখন দেখি বিয়ে করার তিন মাসের মধ্যে সন্তান হয়। এত শক্তিশালী। জামায়াত নেত্রীকে কেন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এতে সংসদের পয়সা খরচ হচ্ছে। সংসদে কেন আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর বয়স আমার মায়ের সমান, কিন্তু সাজেন ভাবির মতো। উনার পোশাক ম্যাডামের মতো। আমার দেশের মা-বোনের মতো নয়। তাঁর চোখের ওপর ভুরু নেই। একাত্তরে জেনারেল জানজুয়ার সঙ্গে নাকে কোনো এক হোটেলে সাঁতার কেটেছেন। নিশ্চয়ই শাড়ি পড়ে সাঁতার কাটেননি। উনি বাড়ির জন্য কাঁদেন কিন্তু স্বামীর জন্য কাঁদেন না"- এ ধরনের অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করা হয়নি, এমনকি তাকে হুশিয়ারও করা হয়নি।

সারণি ৫.১: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব

কার্যক্রম	মোট সদস্য (৩৫০ জন)	সরকারি দল (২৯১ জন)	প্রধান বিরোধী দল (৪০ জন)	অন্যান্য বিরোধী সদস্য (১৯ জন)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৫৬ (১৬%)	৪১ (১৪%)	১০ (২৫%)	৪ (২১%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০৫ (৫৯%)	১৬১ ৫৫%)	২৭ (৬৮%)	১৭ (৮৯%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৪৪ (১৩%)	৩৩ (১১%)	৫ (১৩%)	৬ (৩২%)
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	৭৩ (২১%)	৫৬ (১৯%)	১৩ (৩৩%)	৪ (২১%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৩১ (৯%)	২৪ (৮%)	৪ (১০%)	৩ (১৬%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	১২৬ (৩৬%)	৯৭ (৩৩%)	১৪ (৩৫%)	১৫ (৭৯%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৫ (৪%)	১২ (৪%)	২ (৫%)	১ (৫%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৩২ (৬৬%)	১৯৪ (৬৭%)	২৭ (৬৮%)	১১ (৫৮%)
আইন প্রণয়ন	২৯ (৮%)	১২ (৪%)	১২ (৩০%)	৫ (২৬%)
বাজেট আলোচনা	২৬৫ (৭৬%)	২১৪ (৭৪%)	৩৩ (৮৩%)	১৮ (৯৫%)
অনির্ধারিত আলোচনা	৮০ (২৩%)	৬৩ (২২%)	১১ (২৮%)	৬ (৩২%)

[৩৪] সদস্য নং ১৯০, ঢাকা-১৭।

[৩৫] সদস্য নং ২০৭, নারায়নগঞ্জ-৪।

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট ১৪ টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস পাওয়া যায়। বাতিল হয়ে যাওয়া নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে।

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্পিকার কর্তৃক বিধিসম্মত মনে না হওয়ার কারণে ১৩টি নোটিস বাতিল[৩৬] হয়ে যায়। একটি প্রস্তাব কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধিতে আলোচনা (এস. এস. সি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পিছিয়ে দেওয়া) করা হয়।

জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য জুন ২০১৪ থেকে জুলাই পর্যন্ত ৩টি দেশের সাথে মোট ২৫টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।[৩৭]

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা, আইন প্রণয়ন পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট ৩০৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৩৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২০ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশ নিয়েছেন ২ জন সদস্য। মোট ৪১ জন সদস্য (প্রায় ১২%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৭৬ ধারায়[৩৮] এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে[৩৯] সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে সংসদীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে সুপারিশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র তত বেশি গতিশীল ও কার্যকর।

কার্যপ্রণালী বিধি[৪০] অনুযায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে:

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা;
(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যলোচনা করা;
(গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা;
(ঘ) কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা;
(ঙ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

সংবিধান[৪১] ও কার্যপ্রণালী বিধি[৪২] অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও এখতিয়ার নিম্নরূপ:

- কমিটি সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই।
- কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু নথি না পাঠালে বা তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার নেই।
- কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

---

[৩৬] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট - ৯

[৩৭] *দৈনিক যুগান্তর* ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ৭ জুন ২০১৫; *দৈনিক প্রথম আলো* ২৭ অক্টোবর ২০১৪ ।

[৩৮] অনুচ্ছেদ ৭৬(১); *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

[৩৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬।

[৪০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।

[৪১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (২), ৭৮ (৩)।

[৪২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩, ২১৩ ও ২৪৮।

- সংসদের কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।
- সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে[৪৩]।

সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে - কমিটির গঠন, সভা, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদি। দশম সংসদে মোট ৫০টি কমিটি রয়েছে।

সংসদীয় কমিটির গঠন

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়। দশম সংসদে ৪৯টি কমিটির সভাপতি সরকারি জোটের এবং এর বাইরে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্যকে কমিটি[৪৪] পুনর্গঠনের সময় সভাপতি করা হয়েছে। তবে কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৪৫]

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী এমন কোনো সদস্য কমিটির সদস্য হবেন না, যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে[৪৬]। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে এই বিধির ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, দশম সংসদের ৫০টি কমিটির মধ্যে ৫টি কমিটিতে সদস্যের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা রয়েছে। এছাড়া কমিটির সদস্য ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদেরও কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে (টিআইবি ২০১৫)। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সম্মাননায় বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও সংগঠনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া ক্রেস্টে স্বর্ণ ও রুপা নির্দিষ্ট পরিমাণে না দেওয়ার এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল। এক্ষেত্রে প্রায় সাত কোটি তিন লাখ ৩৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা ও সেইসাথে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ ছিল। প্রাথমিকভাবে বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় অনিয়ম প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জন কর্মকর্তা ও সরবরাহকারী দুই প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় যেখানে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সংসদীয় তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা পায়নি উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেয়। অন্যদিকে সচিবালয়ের সম্মাননা শাখার যে কর্মকর্তা অনিয়ম উদঘাটনে পদক্ষেপ নেন তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি।[৪৭]

> "এলজিডি কমিটির যেসব সদস্য আছেন তারা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সবাই প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা সরাসরি এর সাথে জড়িত থাকে।" - *সংসদ সদস্য* (তথ্যসূত্র; টিআইবি ২০১৫)

[৪৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (৩)।
[৪৪] বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
[৪৫] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।
[৪৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৮৮ (২)।
[৪৭] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

কমিটির কার্যক্রম

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি সভায় মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৪৮]। দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে ৪৮টি কমিটি মোট ৫২৭টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৩৪টি সভা করে। উল্লেখ্য কেবল ৪টি কমিটি বিধি অনুযায়ী মাসে একটি বা তার বেশী সংখ্যক, ৩৫টি (৭০%) কমিটি গড়ে দুই মাসে একটি করে সভা করে। দুইটি কমিটি কোনো সভা করেনি।[৪৯] (চিত্র- ৫.১)

চিত্র ৫.১ :সংসদীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান (কমিটির সংখ্যা)

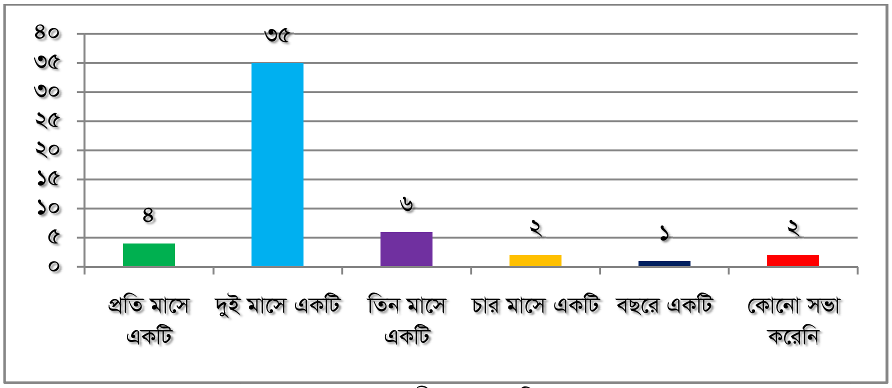

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

উল্লেখ্য পিটিশন কমিটি বছরে একটি সভা করেছে। সংসদে উত্থাপিত বিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধান চেয়ে যেকোনো নাগরিক পিটিশন কমিটিতে আবেদন করতে পারেন। জনগণের সাথে সংসদের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এই কমিটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা বর্তমানে কার্যকরতা হাড়িয়েছে। দশম সংসদে এই কমিটি কোনো সভা করেনি। সংসদ সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, পিটিশন কমিটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিকার পাওয়ার একটি নজির রয়েছে যা দীর্ঘ দশ বছর আগের ঘটনা।[৫০]

সংসদীয় কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। যেমন 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের জন্য সদস্যদের বিদেশ সফরের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিপূর্বে স্পিকারের অনুমতি নেয়ার বিধান ছিল যা ২০১০ সালে তৎকালীন স্পিকারের এক রুলিং বলে তা বাতিল করা হয়।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ দেয় যেগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল:

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা সত্বেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ[৫১]
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে অষুধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালাণি বিল তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্নসাৎ, টেন্ডার নিয়ে অনিয়মসহ বিভিন্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[৫২]
- অবৈধ ভি ও আই পি ব্যবসায় জড়িত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[৫৩]
- বিএডিসির টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে অসন্তুষ্টি ও ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[৫৪]

---

[৪৮] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

[৪৯] পরিশিষ্ট ১০

[৫০] পঞ্চম সংসদ থেকে পিটিশনে বিধান চালু হয়। তার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪৯টি পিটিশন জমা পড়লেও গৃহীত হয়েছে ২০টি যার মধ্যে পঞ্চম সংসদে ১৭টি, সপ্তম সংসদে দুইটি এবং অষ্টম সংসদে একটি। নবম সংসদে কোন ১২টি পিটিশন জমা পড়লেও কোনটি গৃহীত হয়নি এমনকি কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। তথ্যসূত্র: *http:/bangle.bdnews24.com/Bangladesh/article967916.bdnews*

[৫১] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ আগস্ট ২০১৫।

[৫২] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৪ আগস্ট ২০১৫।

[৫৩] *http:/bangle.bdnews24.com/Bangladesh/article882606.bdnews*

[৫৪] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ নভেম্বর ২০১৪।

- ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে পৃথক কমিটি গঠবের সুপারিশ[৫৫]
- নৌদুর্ঘটনা রোধে আন্ত:মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ[৫৬]

সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

[৫৫] *http:/esamaka.net/print_news.ph?img_name=2015/0/images/17*
[৫৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা

সংবিধানের ৭৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী, দশম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতি, মোঃ আবদুল হামিদ মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১ ঘন্টা ১৪ মিনিট ভাষণ দেন। তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গ্রহণ, জঙ্গিবাদ দমন, সরকারের সার্বিক সাফল্য, গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করন, প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করণ, দরিদ্র মা এর জন্য ভাতা এবং কর্মজীবী মা এর জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি করন ও ঝরে পড়া রোধ, ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নয়ন, রূপকল্প ২০২১ এবং দিনবদলের সনদ, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের জ্ঞানভিত্তিক সমৃদ্ধশালী দেশে উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার জন্য ২৩২ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৬৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ১৬%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৯৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৭ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১১ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের দিকনির্দেশনা সরকারকে নতুন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করে। যুক্তরাজ্যে হাউজ অব কমন্সে রাণীর ভাষণে উপস্থাপিত বিষয়ভিত্তিক দিকনির্দেশনা নিয়ে সদস্যরা নির্ধারিত অধিবেশনের দিনগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য

সংসদ-নেতা ও প্রধানমন্ত্রী সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের প্রথমে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটকে দেশ সেবার সুযোগদানের জন্য সকল ভোটারকে ধন্যবাদ জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যে দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যের প্রায় পুরো সময়টাই সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কৃষি, বিদ্যুৎ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্য সেবা, রাস্তাঘাট, পুল, ব্রীজের উন্নয়নের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কারো সহযোগিতা নয় বরং নিজেদের চেষ্টায় বিজয়ী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের নয়, উন্নত দেশের পথে পা বাড়াবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে চলবে এবং স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য

বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের সমাপ্তি লগ্নে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল খাদ্যে ভেজাল ও নদী দূষণ বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদি।

> "পাক সখী খালেদা জিয়া মানবতার শত্রু। তিনি বাংলাদেশের মেদুসা (গ্রিক পুরাণের চরিত্র, যার মাথায় চুলের বদলে অসংখ্য সাপ থাকতো)।তিনি চান বাংলাদেশ প্যাকিস্তানের মতো আগুনে পুড়ে কাবাব হয়ে যাক।"
> *- সরকার দলীয় সদস্য*

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা, নিজ দলের এবং সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা (৫৫৯৪ বার) এবং নিজ দলের কার্যক্রমের প্রশংসা ও প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা (৫৫৯১ বার)-র অবতারণা করেন। সংসদে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে নির্বাচনী এলাকার চাহিদা সম্পর্কিত দাবি উত্থাপন এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের ঘাটতি লক্ষণীয়।

> "পলাশীর মীরজাফর প্রথম, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকাররা দ্বিতীয় মীরজাফর, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা তৃতীয় মীরজাফর এবং সংবিধান সংশোধন ও রাজাকারদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনকারী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের চার নম্বর মীরজাফর।"
>
> *সরকার দলীয় সদস্য*

সংসদীয় কার্যক্রমে স্পিকারের ভূমিকা

জাতীয় সংসদের অভিভাবক বা নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি[৫৭] অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা
- স্পিকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পিকারের থাকবে

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন- ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন। এছাড়া অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি মূলত স্পিকার খেয়াল রাখেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে স্পিকার ২৭৮ ঘন্টা ৩৬ মিনিট (৭২%), ডেপুটি স্পিকার ১০৩ ঘন্টা ৬ মিনিট (২৬%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ৬ ঘন্টা ৫৩ মিনিট (২%) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেন। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ও বাজেট আলোচনায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষণের প্রেক্ষিতে আলোচনা থেকে নিজ নির্বাচনী এলাকার চাহিদা, বিগত সরকারের ব্যর্থতা, বর্তমান সরকারের সাফল্য বিষয়গুলোর অবতারণা অব্যহত ছিল। বাজেটের আলোচনার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গ এবং তা উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। তবে আলোচনায় প্রস্তাবিত বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি দেখা যায়।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে নিজ দলের নেতা ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা এবং সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। আবার মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দেওয়ার সময় তাদের নেতা/নেত্রী অথবা পূর্বসূরী নেতার প্রশংসা করেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনাসহ অন্যান্য পর্বে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক চর্চা পূর্বের অধিবেশনগুলোর মত এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

> "পলাশীর মীরজাফর প্রথম, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকাররা দ্বিতীয় মীরজাফর, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা তৃতীয় মীরজাফর এবং সংবিধান সংশোধন ও রাজাকারদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনকারী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের চার নম্বর মীরজাফর।" *- সরকার দলীয় সদস্য*

[৫৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৪।

> “জামায়াত নেত্রীকে কেন আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এতে সংদের পয়সা খরচ হচ্ছে। সংসদে কেন আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর বয়স আমার মায়ের সমান, কিন্তু সাজেন ভাবির মতো। উনার পোশাক ম্যাডামের মতো। আমার দেশের মা-বোনের মতো নয়। তাঁর চোখের ওপর ভুরু নেই। একাত্তরে জেনারেল জানজুয়ার সঙ্গে নাকে কোনো এক হোটেলে সাঁতার কেটেছেন। নিশ্চয়ই শাড়ি পড়ে সাঁতার কাটেননি।” - সরকার দলীয় সদস্য

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা দশম সংসদে ঘটেনি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের উপর রুলিং প্রদান করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রে এধরনের আলোচনার সময় তাঁর নীরব ভূমিকা দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের আলোচনায় ৭৫০০ বার নিজ দল ও সরকার দলের এবং ৭২৬৮ বার সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনার অবতারণা হয়।

সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন পর্বে স্পিকার অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করেন যার সবগুলোই ছিলো বিরোধী সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্যের অংশবিশেষ। নিম্নে এক্সপাঞ্জ করা বক্তব্য ও শব্দ তুলে ধরা হল:

- **“সংসদে সত্যিকার বিরোধী দল নেই।”**[৫৮]
- **“জাতীয় পার্টি অনুগত বিরোধী দল এবং দালালের দালাল, স্বৈরাচারের দোসর এরশাদের বিরোধী দল।”**[৫৯]
- “২০০৩ এ সরকার পতন আন্দোলনের সময় **র‌্যাব, ইঁদুর, বিড়াল** ছিল না। খালেদা জিয়া এসব র‌্যাব, ইঁদুর, বিড়াল এসব জন্ম দিয়েছে।”[৬০]
- **‘‘কথায় কথায় আমরা বলি, আমাদের পিএম নারী, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, নারী - এরা কিন্তু আসলে শোপিস**। বাইরে এ অবস্থা না, বাইরে নারীরা অসহায়, তাদের নিরাপত্তা নেই।”[৬১]
- **“সংসদে কোনো মন্ত্রী দেখছিনা, একজন আছেন নব্য বিবাহিত।”**[৬২]

অধিবেশন চলাকালীন সংসদ সদস্যদের কিছু অসংসদীয় আচরণ করতে দেখা যায় যেখানে স্পিকারকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি -

- সদস্যদের নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা
- অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দু’জনে এবং ছোট ছোট গ্রুপে (তিন-পাঁচ জনের) কথা বলতে দেখা যায়
- সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
- নামাজের বিরতির নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়্যার পরও সদস্যরা অধিবেশনে আসতে দেরী করা; ফলে সদস্যদের আহ্বান জানাতে কিছুক্ষণ পরপরই বেল বাজতে থাকে

সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রসঙ্গে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্পিকারের প্রত্যাশিত ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। স্পিকারের দায়িত্ব অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হলেও এক্ষেত্রেও তার দৃঢ় ভূমিকার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অধিবেশনে সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার রোধ করার ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান করেন নি।

[৫৮] অন্যান্য বিরোধী সদস্যের বক্তব্য; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদের অধিবেশন, ২৪ নভেম্বর ২০১৪।

[৫৯] অন্যান্য বিরোধী সদস্যের বক্তব্য; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদের অধিবেশন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[৬০] অন্যান্য বিরোধী সদস্যের বক্তব্য; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদের অধিবেশন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[৬১] প্রধান বিরোধী সদস্যের বক্তব্য; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদের অধিবেশন, ২৯ জুন ২০১৫।

[৬২] অন্যান্য বিরোধী সদস্যের বক্তব্য; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদের অধিবেশন, ১৮ নভেম্বর ২০১৪।

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস, আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

দশম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ নারী সদস্যের সংখ্যা ৭০ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে আওয়ামী লীগের ৪২টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১টি আসনে সংরক্ষিত নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৪ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

দশম সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৯টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। একটি কমিটিতে[৬৩] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, চারটি কমিটির[৬৪] সভাপতি পদাধিকার বলে মাননীয় স্পিকার।

নারী সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রায় ৬৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। (চিত্র - ৮.১)

চিত্র: ৮.১ নারী সদস্যদের উপস্থিতির শতকরা হার

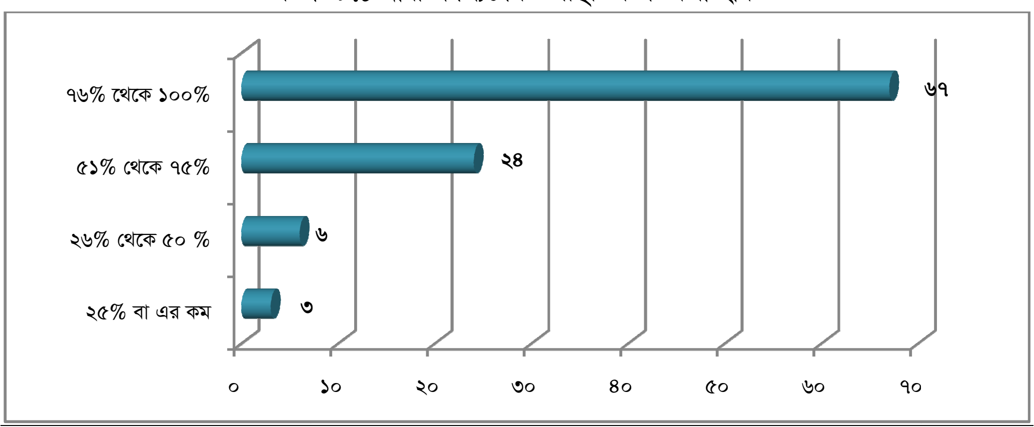

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাতজন নারী সদস্য (৪ জন সংরক্ষিত আসন) অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন নারী সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যার অধিকাংশই (১৭ জন) সংরক্ষিত আসনের সদস্য। ৫৫টি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ (৭টি) সংখ্যক।

আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। তিনজন নারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বিল উত্থাপন করেন এবং তারা সদস্যদের বিভিন্ন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বক্তব্য (প্রায় ১৭

[৬৩] সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
[৬৪] কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

মিনিট) উপস্থাপন করেন। দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে চারজন নারী সদস্য (তিনজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য) বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন যেখানে তারা যথাক্রমে প্রায় ২৩ মিনিট এবং ১৮ মিনিট সময় নেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

৭১ বিধিতে নয়জন নারী সদস্য ১১টি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ২৮ জন নারী সদস্য ৮২টি নোটিসের (৭২টি সরকারি, ১০টি প্রধান বিরোধী) ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

অন্যান্য কার্যক্রম

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫৯ জন নারী সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। এদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৪৬ জন যার মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। আলোচনায় সদস্যরা প্রায় ১১ ঘন্টা সময় বক্তব্য দেন যেখানে ১১৯০ বার নিজ দল ও সরকার দলের প্রশংসা এবং ১১৯৮ বার সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনার অবতারণা করা হয়। ৫৮ জন (৪৩ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ১২ জন নারী সদস্য (৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য) অংশ নেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আলোচনায় নয় জন নারী সদস্য অংশ নেন যাদের মধ্যে আট জনই সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য। সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিম্নে সারণিতে একনজরে দেখানো হলো। (সারণি ৮.১)

সারণি ৮.১ : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

নির্দেশক	নারী সদর্সে র অংশগ্রহণ (শতকরা হার)
উপস্থিতি	৬৭% নারী মোট সময়ের তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭ জন (১৩%) সদর্সে র অংশগ্রহণ; ১১ মিনিট (২%); ১১টি (৯%) প্রশ্ন উত্থাপন
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	মোট ২২ জন (১১%) সদর্স কর্তৃক ৫৫টি (১৯%) মূল প্রশ্ন ও ১৬২টি (১৫%) সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন
প্রশ্নের বিষয়বস্তু	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়য় সম্পর্কিত প্রশ্ন সর্বোচ্চ সংর্খ ক (৭টি); পানি সম্পদ বিষয়ক প্রশ্ন (৬টি)
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	১১টি নোটিস (১৬%)
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	২৮ জন (২২%) সদর্স কর্তৃক ৮২টি (১৯%) নোটিস আলোচনা (সর্বোচ্চ স্বার্স্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত)
আইন প্রণয়ন	মোট ৪ জন (১৪%) সদর্সে র অংশগ্রহণ; ৩ জন মন্ত্রী হিসেবে বক্তর্ব দেন
বাজেট আলোচনা	মূল বাজেটের ওপর আলোচনা- ৫৭ জন (২২%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	মোট ৫৯ জন (২৫%) সদর্স বক্তর্ব দেন
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ	৪৯টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদর্স (১০ জন প্রধান বিরোধী দলের); ১টি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত) নারী সদর্স নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকারবলে সভাপতি)

নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত পর্যায়ের। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বাজেট আলোচনায় নারী সদস্যরা অধিক অংশগ্রহণ করেন।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়। নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। কিন্তু সরকার পক্ষের সাথে প্রধান বিরোধী জোটের নির্বাচন সম্পর্কিত সমঝোতা আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় তৎকালীন প্রধান বিরোধী জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জন করে। দুই পক্ষের আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি ও বাস্তবসম্মত সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন মহলের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একটি সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮১%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে। সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন থেকে শুরু করে দশম সংসদের প্রায় দেড় বছরের কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায় অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা, বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও অনুরোধ ব্যতীত জোরালো সমালোচনা করে প্রধান বিরোধী দলকে প্রত্যাশিত অবস্থান না নেওয়া, সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্য সম্পর্কে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের লেজুড়বৃত্তি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বেও জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করলেও তাদের নিজেদের প্রস্তাবনার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে দেখা যায় নি। প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী দল বিরোধিতা করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সময় সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষেই ভোট দিতে দেখা যায়। অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্যদেরকেও জোরালো ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। উল্লেখ্য স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৬৩% সদস্য এখনও সরকারি জোটের প্রধান দলের সাংগঠনিক পদে বহাল রয়েছেন।

> "সংসদে মূল বিরোধী দল নেই। আমরাও মাঝামাঝি।" - *অন্যান্য বিরোধী সদস্য*
>
> "বর্তমান সংসদে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই।" - *সংসদ বিশেষজ্ঞ*

> "বিরোধী দল সঠিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন যে পরিবেশ আছে তা বিএনপি থাকার সময় ছিলো না।"
> - *সংসদ নেতা*

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের নির্দেশক পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল বৃদ্ধি, প্রতিটি আইন পাসের গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়া এবং কমিটি সভার সময় ও স্থানের বিবরণ সভার পূর্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশের মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু সরকার গঠনের পর থেকে "প্রধান বিরোধী দল" এর বিতর্কিত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তাদের প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি; সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি; বিধান থাকলেও কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়া; আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ; সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ এবং কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয় নি।

সারণি ১০.১: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল

নির্দেশক	৮ম সংসদ	৯ম সংসদ	১০ম সংসদ
মোট কার্যদিবস	৮১ দিন	১৩০ দিন	১১২ দিন
মোট বৈঠককাল	প্রায় ৩৩২ ঘন্টা ১০ মিনিট	প্রায় ৪১৭ ঘন্টা ১৮ মিনিট	প্রায় ৩৮৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	৪ ঘন্টা ৬ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৩ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট
প্রশংসা	৬২৬ বার *(নিজ দলের প্রশংসা)*	৫৯৯ বার *(নিজ দলের প্রশংসা)*	৭৫০০ বার *(নিজ দল ও সরকার দলের প্রশংসা)*
সমালোচনা	৪৯১ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা)*	৮০৪ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা)*	৭২৬৮ বার *(সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা)*
বিল পাসের গড় সময়	২৫ মিনিট	২৩ মিনিট	৩০মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩৯ মিনিট	৩৩ মিনিট	২৬ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের	বিরোধী দলের সদস্য কমিটির সভাপতি নয়
বিরোধী দলের ওয়াকআউট	৩২ বার	২১ বার	৬ বার
প্রধান বিরোধী জোটের সংসদ বর্জন	৩৬% কার্যদিবস	৮২% কার্যদিবস	বর্জন করেনি

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া অন্যান্য সংসদের তুলনায় বিরোধী দলের কম ওয়াকআউট করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে দশম সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তীতে সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অবস্থান বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। প্রায় এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকার দলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন। তবে তিনি অধিবেশনে যোগ দেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা দেখা যায়নি[৬৫]। অন্যদিকে সরকারি দলের অন্য একজন সদস্য যিনি মন্ত্রী পরিষদেরও সদস্য ছিলেন, তার বিতর্কিত বক্তব্য ও সংসদে সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে অধিবেশনে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে তাকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে এবং দল থেকেও বহিষ্কার করা হয়[৬৬]। উভয় ঘটনায় নিরপেক্ষ অবস্থান না নিয়ে বিরোধী দল সরকারি দলের বক্তব্যের অনুসরণ করে বক্তব্য দেন।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

১. অসংসদীয় আচরণ এবং ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার এবং বিরোধী উভয় পক্ষকে অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা পরিহার করতে হবে।

২. সংসদে বিরোধী দলকে বিতর্কিত অবস্থান পরিহার করে প্রকৃত ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে হবে।

[৬৫] দৈনিক *প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫।*

[৬৬] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৫ অক্টোবর ২০১৪; ২৪ নভেম্বর ২০১৪।

৩. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে; প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে অধিক সময় বরাদ্দ এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. পূর্ববর্তী সংসদে তামাদি হয়ে যাওয়া স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য স্বীকৃতি প্রদানের চর্চা পুনর্বহাল এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৬. আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব বাতিল করার ধারাবাহিকতা থেকে বের হয়ে এসে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৭. জনগণের সাথে সংসদের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে।

৮. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

৯. কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করতে হবে এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।

১০. সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১২. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ (প্রথম-সপ্তম অধিবেশন)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

পরিশিষ্ট ১: সংসদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
দ্বিতীয়	৫৬ ঘন্টা ৩৬ মিনিট (৬৫.৬%)	৩০ ঘন্টা ০৩ মিনিট (৩৩.২%)	০৩ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৪%)	৯০ ঘন্টা ২১ মিনিট
তৃতীয়	৫০ ঘন্টা ০৪ মিনিট (৭১.৬%)	১৯ ঘন্টা ১৬ মিনিট (২৭.৬%)	৩৬ মিনিট (০.৮%)	৬৯ ঘন্টা ৫৬ মিনিট
চতুর্থ	৯৫ ঘন্টা ০১ মিনি(৭৫.৬%)	২৬ ঘন্টা ২৭ মিনিট (২১%)	০৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট (৩.৩%)	১২৫ ঘন্টা ৪৩ মিনিট
পঞ্চম	৩৪ ঘন্টা ৩২ মিনিট(৩৫%)	৫২ ঘন্টা ১০ মিনিট (৫৩%)	১১ ঘন্টা ৪২ মিনিট	৯৮ ঘন্টা ২৪ মিনিট
ষষ্ঠ	১৯ ঘন্টা ৫০ মিনিট(৬০.৩%)	১০ ঘন্টা ১৭ মিনিট (৩১.২%)	০২ ঘন্টা ৪৭ মিনিট (১২%)	৩২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট

পরিশিষ্ট ২: দশম জাতীয় সংসদের পাসকৃত সরকারি বিল

দশম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
৪.	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০১৪	তথ্য	১৯-০১-১৪	০২-০৪-১৪	০৮-০৬-১৪	০১-০৭-১৪	০০.৫৯.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৫.	পলণ্টী সঞ্চয় ব্যাংক বিল, ২০১৪	অর্থ	১৯-০২-১৪	৩১-০৩-১৪	০১-০৭-১৪	০২-০৭-১৪	০০.৩০.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৪	পার্বত্য চ:বি:ম	২৭-০২-১৪	০৮-০৪-১৪	১০-০৬-১৪	০২-০৭-১৪	০০.৩৭.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়

৩য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
১।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	তথ্য ও যোগাযোগ	০৬-০২-১৪	০৭-০৪-১৪	০২-০৭-১৪	০৩-০৯-১৪	০০.১৮.২৬	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
২।	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিল, ২০১৪	মহিলা ও শিশু	০৭-০৫-১৪	২৩-০৬-১৪	০৮-০৯-১৪	১০-০৯-১৪	০০.৩৩.৫৭	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৩।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	২৫-০৮-১৪	০২-০৯-১৪	১১-০৯-১৪	১৪-০৯-১৪	০০.২০.২৩	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৪।	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বিল, ২০১৪	অর্থ	১৯-০৫-১৪	০১-০৯-১৪	১৫-০৯-১৪	১৬-০৯-১৪	০০.২৩.৫৮	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৫।	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪/এ্যব ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হ	আইন	০৩-০৯-১৪	০৭-০৯-১৪	১৪-০৯-১৪	১৭-০৯-১৪	০১.৪৯.২৯	যাচাই বাছাই ও

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
	(ঝরীঃববহঃয অসবহফসবহঃ) ইরষষ, ২০১৪.							নাকচ হয়

চতুর্থ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
১।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিল, ২০১৪	প্রাথমিক	০৯-০৯-১৪	১৬-০৯-১৪	১৬-১১-১৪	১৮-১১-১৪	০০.৩২.২৫	যাচাই বাছাই ও নাকচ
২।	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা বিল, ২০১৪	বেঃ বিমান	০৩-০৭-১৪	০২-০৯-১৪	১৬-১১-১৪	১৯-১১-১৪	০০.২৭.৫৩	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৩।	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৫-০৬-১৪	০১-০৭-১৪	১৭-১১-১৪	২৩-১১-১৪	০০.১৫.৪৭	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৪।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৫-০৬-১৪	০১-০৭-১৪	১৭-১১-১৪	২৩-১১-১৪	০০.১০.২০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৫।	বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৫-০৬-১৪	০১-০৭-১৪	১৭-১১-১৪	২৩-১১-১৪	০০.১১.৩০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৬।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বিল, ২০১৪	অর্থ	০৮-০৯-১৪	১৫-০৯-১৪	১৬-১১-১৪	২৪-১১-১৪	০০.২৩.০৪	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়

পঞ্চম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
১।	মেট্রোরেল বিল, ২০১৫	যোগাযোগ	২৭-১১-১৪	৩০-১১-১৪	২০-০১-১৫	২৬-০১-১৫	০০.৪৭.১৬	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
২।	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১৫	বিদ্যুৎ	২০-০৭-১৪	০৩-০৯-১৪	১৬-০৯-১৪	২৭-০১-১৫	০০.৪৩.০২	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৩।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) বিল, ২০১৫	বিদ্যুৎ	৩০-০৯-১৪	৩০-১১-১৪	২০-০১-১৫	২৭-০১-১৫	০০.২৪.০৬	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৪।	এঃৎধফরহম ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ ড়ভ ইধহমষধফবংয (অসবহফসবহঃ) ইরষষ, ২০১৫	বাণিজ্য	০৯-০৩-১৪	০৩-০৯-১৪	০২-০২-১৫	১১-০২-১৫	০০.৩৩.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৫।	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৫	বাণিজ্য	১৫-১২-১৪	২১-০১-১৫	০২-০২-১৫	১৬-০২-১৫	০০.৫৫.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৬।	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৫	জনপ্রশাসন	১৪-১১-১৪	২৩-১১-১৪	১৭-০২-১৫	২৪-০২-১৫	০০.৩৪.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৭।	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৮-০৯-১৪	২৫-০১-১৫	২৩-০২-১৫	০১-০৩-১৫	০০.৩৩.৩০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৮।	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিল, ২০১৫	যুব ও ক্রীড়া	২৩-০২-১৫	০৩-০৩-১৫	২২-০৩-১৫	৩০-০৩-১৫	০০.৩৯.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়

৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল

ক্রঃ নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	**ব্যয়িত সময়**	জনমত যাচাই ও বাছাই/ নাকচ
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৫	অর্থ	০৫-০৬-১৫	০৯-০৬-১৫	-	০৯-০৬-১৫	০০.০৬.০০	
২।	অর্থ আইন, ২০১৫	অর্থ	০৫-০৬-১৫	০৪-০৬-১৫	-	২৯-০৬-১৫	০০.৩৪.০০	
৩।	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৫	অর্থ	০৫-০৬-১৫	৩০-০৬-১৫	-	৩০-০৬-১৫	০০.০৫.০০	
৪।	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৫	শিক্ষা	০৪-০৩-১৫	০৯-০৩-১৫	০১-০৬-১৫	০৫-০৭-১৫	০০.৩৯.৩০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়
৫।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিল, ২০১৫	বাণিজ্য	২০-০৫-১৫	১৬-০৬-১৫	০৫-০৭-১৫	০৮-০৭-১৫	০০.২৭.০০	যাচাই বাছাই ও নাকচ হয়

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন বিলে যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের কারণ

৬ষ্ঠ অধিবেশন	বিল নাম্বার ও নাম	বাংলাদেশ নাম্বার	দল	বিষয়
	৪- খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৫	১৮০ ১৫২ ২৫৬ ৪১ ১৫৩ ৩৪৫ ২৩৬	স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র	কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া আরও পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বিলে স্থায়ী কমিটি ৫০টি ভুল বের করেছে, তাই এটি বাছাই, পরীক্ষা-নীরিক্ষা দরকার। পরীক্ষা-নীরিক্ষা দরকার শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটি দূর করতে হবে
	৫-রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিল, ২০১৫	১২৯ ৪১ ৩৪৫	স্বতন্ত্র জাপা জাপা	অশুভ বাঁধা দূর করতে হবে বিশিষ্ট জনদের পরাপর্শ পাওয়ার জন্য বিল সম্পর্কে জানার জন্য
৫ম অধিবেশন	১। মেট্রোরেল বিল, ২০১৫	১৫২ ১২৯ ১৮০ ২৩৬	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	ভুল ক্রুটি দূর করে জনকল্যাণের জন্য এটির কাজ যেন সময়মত শেষ হয় জরিমানা এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে ঢাকা বাসীর দাবি পূরণ হোক
	২। বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০১৫	১৫২ ১৮০ ২৩৬ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	অস্পষ্টতা দূরীকরণে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জনমত যাচাই দিলে সমালোচনা হবেনা, পরামর্শ আসবে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে জনমত যাচাই দরকার প্রযুক্তি নেই, বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে যা বিলে উল্লেখ নাই
	৩। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) সংশোধন বিল, ২০১৫	১৫২ ১৮০	জাপা স্বতন্ত্র	অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য সুপরামর্শ পাওয়ার জন্য যাচাই এ দেয়া দরকার
	৪। ট্রেডিং করপোরেশন সংশোধন বিল ২০১৫	১৫২ ১৮০ ১২৯ ৪১ ৩৪৫	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাপা জাপা	সময়োপোযোগী ও কল্যাণকর করার স্বার্থে নতুন প্রস্তাবনা পাওয়া যাবে কমিটির সদস্যরা খন্ডকালীন হবেন যারা দায়িত্বশীল হতে পারবেন না, বিলটি শক্তিশালী ও কার্যকর হবেনা জনগণের মতামত পেতে হবে বিল সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন
	৫। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৫	১৮০ ১২৯ ১৫৩ ৩৪৭ ৪১ ১৫২	স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা জাপা	সুপরামর্শ পাওয়ার জন্য ফরমালিনের কুপ্রভাব ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য ১০০% সুচারুরূপে যেন জনগণের কাজে লাগে কমিটি গঠন ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, বিলে মাত্র ৬ মাস শাস্তির কথা আছে। বিল সম্পর্কে জনগণকে জানতে হবে, শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা দরকার
	৬। সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিল , ২০১৫	১৫২ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র	জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সরকারি অফিসে গাড়ি পরিত্যক্ত দেখা যায়, টাকার অপচয় হয়।কোনো মানদণ্ড নাই।

		১৮০ ২৩৬	স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন পরামর্শ পাওয়া সরকারি গাড়ি যত্রতত্র চলে, কোন লাইসেন্স থাকেনা
	৭। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৫	৪১ ১৮০ ১৫২ ৩৪৭	জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা	জনগণকে অবহিত করার জন্য সময় প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত, পরামর্শ পাওয়া যাবে ভুল ক্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ভালোভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন
	৮। যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিল, ২০১৫	১৮০ ১৫২ ২৩৬ ৪১ ৩৪৫	স্বতন্ত্র জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা	সবাই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য বিল সম্পর্কে জনগণ যাতে বুঝতে পারে জানতে পারে কিছু বলতে পারেন নি।
৪র্থ	১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	ফলপ্রসু, কার্যকর করার জন্য যাচাই দরকার জ্ঞাণীদের কাছ থেকে সুপরামর্শ পেতে জনমত যাচাই বাস্তবায়ন কঠিন। শিক্ষা জীবনধর্মী হয় না কেন?
	২। বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	সুযোগ সুবিধা ও অধিক সেবা নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতা না থাকায় সেবার মান ঠিক থাকেনা হোটেলের মান খুব খারাপ, জরিমানা বেশী করতে হবে
	৩। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ১২৯ ২৫৬	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাপা	১০ম বার সংশোধন করা হচ্ছে। যেহেতু বার বার সংশোধন করা দরকার তাই জনমত যাচাই দরকার জেলা পরিষদ কার্যকর নয় শান্তি বাহিনী দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে। পাহাড়ী-বাঙ্গালী দাঙ্গা অনেক দিনের সমস্যা। সময় নিয়ে সমাধান করা উচিত।
	৪। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ২৫৬	জাপা স্বতন্ত্র জাপা	৯ম বার সংশোধন করা হচ্ছে। যেহেতু বার বার সংশোধন দরকার তাই জনমত যাচাই প্রয়োজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে, স্বচ্ছতা আনয়ণের জন্য যাচাই দরকার বিশৃঙ্খলা যেন সৃষ্টি না হয় তাই যাচাই দরকার
	৫। বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০	জাপা স্বতন্ত্র	আগামীতে যেন সংশোধনের প্রয়োজন না হয়, তাই বিধির সীমাবদ্ধতায় ক্ষদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে না। স্বচ্ছতার জন্য যাচাই দরকার
	৬। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, নাম করণে রংপুর, রাজশাহী কৃষি ব্যাংক করা দরকার বিশিষ্ঠ জনদের সুপারিশ পাবে সরকার কৃষি ঋণ পেতে দালালদের ১০% দিতে হয়, কৃষকরা সম্পূর্ণ পায় না। বিলে এ সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা নাই
৩য়	১। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	১৫২ ১৮০ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	আরও অর্থপূর্ণ করার জন্য বিলটির উদ্দেশ্য মহৎ। সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণ দরকার ২০১০ এ এরকম বিল হয়েছিল কিন্তু কি ব্যতয় হয় যে আবার এই বিল করা হচ্ছে। যেকোনো লোক নিয়োগ করা যাবে। এটি যাচাই বাছাই দরকার
	২। ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিল, ২০১৪	১২৯	স্বতন্ত্র	অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করা যাবে। কিন্তু এর দায়িত্ব নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেওয়ার জন্য যাচাই করতে হবে।

		১৮০	স্বতন্ত্র	অপরাধ শনাক্ত হবে। যথাযথ প্রয়োগের জন্য নতুন পরামর্শ পেতে জনমত যাচাই দরকার।
		১৫২	জাপা	এই বিলের সাথে স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক থাকা দরকার।
	৩। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	১২৯	স্বতন্ত্র	আইএইএ এর মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনে দেশ অর্থ পাবে কোথায়। দূর্ঘটনার ব্যাপার রয়েছে, বিজ্ঞ মতামত দরকার
		১৮০	স্বতন্ত্র	শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের জন্য জনমত যাচাই দরকার
		৪৭	জাপা	যোগ্য লোক নিয়োগে সমস্যা হচ্ছে, স্পর্শকাতর বিষয়ে কম যোগ্য লোক নিয়োগ ঠিক হবে না।
	৪। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বিল, ২০১৪	১৫২	জাপা	স্বচ্ছতা আনার জন্য
		১৮০	স্বতন্ত্র	সদুপদেশ পাওয়ার জন্য
		৩৪৭	জাপা	জনমূখী ও আর্থিক বিল হিসেবে খুঁটিনাটি বিচার করা দরকার
	৫। সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪	১২৯	জাপা	বিল নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হয় কিন্তু ব্যাপকভাবে একসাথে আলোচনা করতে হবে
		৩৪৭	জাপা	জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা
		১৮০	স্বতন্ত্র	সংশয় দূর করতে হবে
		৮২	স্বতন্ত্র	নিরাপরাধ বিচারক যেন অভিযুক্ত না হয়
		১৭৯	জাপা	এটি সময় নিয়ে পাশ করা দরকার
		১৫২	জাপা	সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা হয়
		১৯০	বিএনএফ	৯৬ অনুচ্ছেদের পক্ষে কারণ এটি গণতান্ত্রিক
		২৩০	জাপা	জনগণ ও বুদ্ধিজীবি মহলের সাথে আলোচনা দরকার
		২৮৫	জাসদ	ভারত এই বিল নিয়ে ১০ বছর আলোচনা করেছে, এখনও
		২৩৬	স্বতন্ত্র	করছে।
		২৫৬	জাপা	৯৬ তম গণতান্ত্রিক ছিল। এতে বিচারকদের আরও সুবিধা হল
		২২৭	জাপা	বিলটি আরও প্রচার দরকার। যারা সংবিধান রচনা করেছেন
		২৮৬	জাপা	তারা বিরোধিতা করছে।
		২১	জাপা	তদন্ত প্রক্রিয়া কিভাবে হবে তা বলা উচিত ছিল যেহেতু এই বিল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তাই জনমত যাচাই দরকার স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে কিনা
২য়	৪। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০১৪	১২৯	স্বতন্ত্র	সাংবাদিকরা দূর্ঘটনায় পড়ে। তারা জাতির ৪র্থ স্তম্ভ, এটি খুব
		৩৪৭	জাপা	গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের ভালো উদ্যোগ। প্রচারেই প্রসার, তাই জনমত
		১৫২	জাপা	যাচাই দরকার। সময় বাড়ানো উচিত।
		১৮০	স্বতন্ত্র	সরকারকে ধন্যবাদ। আরও পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য যাচাই দরকার সরকারকে ধন্যবাদ। আরও স্বচ্ছতা আনার জন্য যাচাই দরকার
	৫। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বিল, ২০১৪	১৮০	স্বতন্ত্র	প্রশংসনীয়, ধন্যবাদ। আরও স্বচ্ছতা দরকার
	৬। পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৪	১৮০	স্বতন্ত্র	ধন্যবাদ। সরকারের প্রশংসা, বিএনপি'র সমালোচনা
		১২৯	স্বতন্ত্র	রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছিল ১৯৯৬ সালে শান্তিচুক্তির জন্য ধন্যবাদ। পার্বত্য বাঙ্গালীদের সমস্যা সমাধানে জনমত যাচাই দরকার।
		১৫২	জাপা	ধন্যবাদ। জনমত যাচাই দরকার।

পরিশিষ্ট ৪: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদান

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)	মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)
দ্বিতীয়	২	৩
তৃতীয়	৩	১৩
চতুর্থ	১	৭
পঞ্চম	৮	২২
ষষ্ঠ	১	৪
মোট	**১৫**	**৪৯**

পরিশিষ্ট ৫: মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	২০
অর্থ	১৭
কৃষি	২
পাট ও বস্ত্র	১
আইন, বিচার ও সংসদ	৭
পরিকল্পনা	১৫
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৮
স্বরাষ্ট্র	৩৪
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১১
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৬
ভূমি	৩
তথ্য	৩
সংস্কৃতি	২
সমাজকল্যান	৭
শিল্প	৭
পানি সম্পদ	২১
বাণিজ্য	৭
খাদ্য	৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২৩
পররাষ্ট্র	৪
শিক্ষা	১০
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১৩
নৌ-পরিবহন	৫
পরিবেশ ও বন	১
রেল যোগাযোগ	৩
সড়ক ও সেতু	১৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৩
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১
যুব ও ক্রীড়া	১

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	১
ধর্ম	৭
মহিলা ও শিশু	৮
দুর্যোগ ও ত্রাণ	১২
মোট	২৯২

পরিশিষ্ট ৬ : প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ

১. নওগাঁ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
২. দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করিয়া শিশু একাডেমীর শাখা প্রতিষ্ঠা করা
৩. নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলাধীন সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা
৪. ফরিদগঞ্জ থানাটিকে বিভক্ত করিয়া ফরিদগঞ্জ পূর্ব ও ফরিদগঞ্জ পশ্চিম নামে দুইটি থানায় রূপান্তর করা
৫. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার নদী ভাঙ্গন রোধসহ প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ করা
৬. নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকার ১৯৪০/৪১ সালে সরকার কর্তৃক একোয়ারকৃত আলীপুর, করিমপুর, গনিপুর, নজিরপুর ও মিরওয়ারিশপুর মৌজার সরকারী জমিসমূহ অবমুক্ত করিয়া প্রকৃত কাগজধারী পূর্ববর্তী মালিকদের ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৭. চাঁদপুর জেলায় একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা
৮. নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলা সদরে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা
৯. চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
১০. নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা
১১. চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার উপকূলীয় বেড়ি বাঁধগুলো সংস্কার ও উচ্চতা বৃদ্ধির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১২. পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া, বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলা নিয়ে মঠবাড়ীয়া জেলা করা
১৩. নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা
১৪. মাদারীপুর জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা
১৫. অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের একটি তালিকা করিয়া মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা
১৬. কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা
১৭. পাবনা জেলা সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলাসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া পৃথক মহিলা কলেজ ও সাধারণ কলেজকে সরকারিকরণ করা
১৮. ঢাকা-১৭ নির্বাচনী এলাকার কালাচাঁদপুর স্কুল এন্ড কলেজটি অবিলম্বে সরকারিকরণ করা

পরিশিষ্ট ৭: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	২
আইন, বিচার ও সংসদ	২
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২
স্বরাষ্ট্র	২
তথ্য	২
শিল্প	২
পানি সম্পদ	৯
বিমান ও পর্যটন	২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৪
শিক্ষা	৬
মৎস্য ও পশুসম্পদ	২
নৌ-পরিবহন	৪
রেল যোগাযোগ	৪
সড়ক ও সেতু	১২

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
মহিলা ও শিশু	২
দুর্যোগ ও ত্রাণ	২
মোট	৬৯

পরিশিষ্ট ৮: ৭১(ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৪৩
সংস্থাপন	১
অর্থ	১
কৃষি	৭
আইন, বিচার ও সংসদ	৩
পরিকল্পনা	২
স্বরাষ্ট্র	৪৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান	২
ভূমি	১
তথ্য	৬
সংস্কৃতি	২
শিল্প	৬
পানিসম্পদ	৪০
বাণিজ্য	৫
বিমান ও পর্যটন	৫
দুর্যোগ ও ত্রাণ	৩
খাদ্য	২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	২
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪০
পররাষ্ট্র	২
শিক্ষা	৩৯
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৫
নৌ-পরিবহন	৬
পরিবেশ ও বন	৮
রেলওয়ে	১৩
সড়ক ও সেতু	৬৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২
মহিলা ও শিশু	৫
মোট	৪৩৯

পরিশিষ্ট ৯: মূলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

১. গুম, খুন ও অপহরণের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান
২. আইন শৃঙ্খলার হঠাৎ অবনতি প্রতিরোধের লক্ষে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান
৩. জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের দুই হাজার কোটি টাকার ১৮০টি প্রকল্পের দুর্নীতি ও অনিয়ম
৪. মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে উচ্চ হারে পরীক্ষার ফি আদায়
৫. পুলিশের ভূয়া ওয়ারেন্ট বাণিজ্য
৬. এসি ল্যাণ্ড অফিসের তহশিলদারের অর্থ লিপ্সা থেকে সাধারণ জনগণকে নিষ্কৃতি দেওয়া

৭. ঢাকাস্থ শাহজাহনপুর রেলওয়ে কলোনী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের হয়রানি রোধে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান
৮. বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলেও বাংলাদেশে দাম না কমা
৯. গ্যাস সঙ্কটে নাজেহাল পুরান ঢাকাসহ সমগ্র ঢাকাবাসীর জন্য প্রতিকারের উদ্যোগ আহ্বান
১০. দেশের মানুষের নিরাপত্তাহীন দৈনন্দিন জীবন ও প্রতিকারে সরকারের উদ্যোগ আহ্বান
১১. শ্যালা নদীতে অয়েল ট্যাঙ্কার ডুবে সুন্দরবন এলাকার জীব, মৎস্য সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও বৃক্ষের উপর মারাত্বক প্রতিক্রিয়া ও এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান
১২. খাল দখল করে কালভার্ট নির্মাণ

পরিশিষ্ট ১০: দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	৬
২.	সংসদ কমিটি	৭
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	৩
৬.	পিটিশন কমিটি	১
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	৬
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৪
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১৪
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	৩
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	১৬
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫
১৫.	স্থানীয় সরকার,পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭
৩২.	সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২

৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৪৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
৪৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
৪৯.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৫০.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
	সর্বমোট	**৫২৭**

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

পরিশিষ্ট ১১- দশম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	সার্বিক গড় উপস্থিতি (%)
১.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৬
২.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৫৫
৩.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৫৫
৪.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪১
৫.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৭
৬.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫০
৭.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৮
	সার্বিক গড়	**৫৬**

তথ্যসূত্র: প্রকাশিত কমিটি প্রতিবেদন (জাতীয় সংসদ সচিবালয়)